'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-2022, In Arts & Humanities Group sl. no. 79 page 32/106, In Indian Language sl. no. 226 page 95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

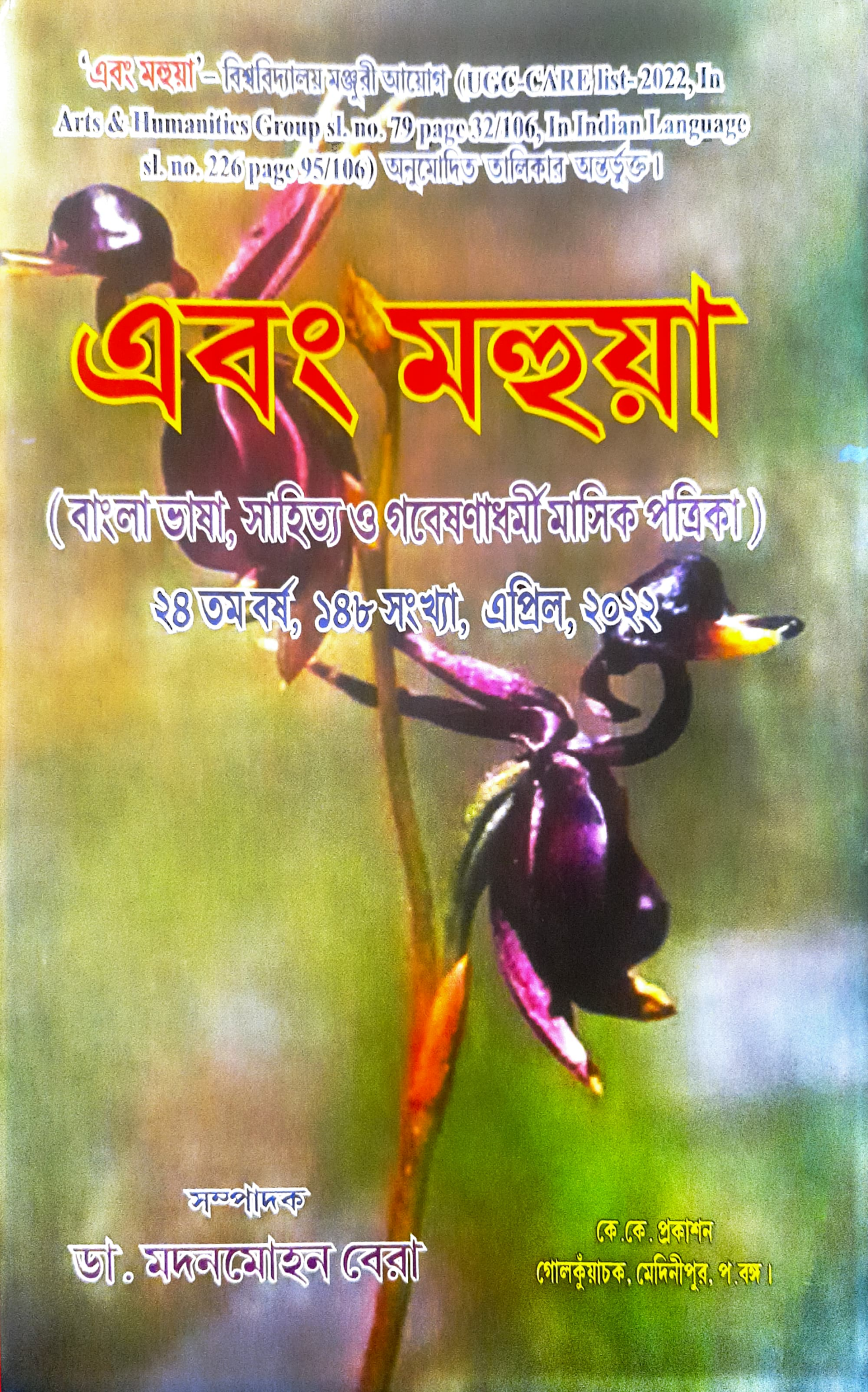

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪ তম বর্ষ, ১৪৮ সংখ্যা, এপ্রিল, ২০২২

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE list-2022, In Arts & Humanities Group sl.no. 79 page 32/106, In Indian Language sl no.226 page95/106) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য,সংস্কৃতি ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৪ তম বর্ষ, ১৪৮ সংখ্যা

এপ্রিল,২০২২

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

পায়েল দাস বেরা

মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। (বিনিময় ৫৫০টাকা)

সূ চি প ত্র

১.জঙ্গলমহলে শিক্ষা বিস্তারে শিলদা কলেজ
:: ড. সুশান্ত দে.....৯
২.নীতিশাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব সমীক্ষা
:: ড. শঙ্কর চ্যাটার্জী.....১৫
৩.অস্পৃশ্যতা ও মহাত্মা
:: ড. তারক নাথ জাঁতুয়া.....২২
৪.বাঁকুড়ায় জৈন প্রভাব
:: ড. চৈতালী মান্ডি.....২৯
৫.প্রাচীন সাহিত্যে সামরিক ইতিহাসের উপাদান-একটি পর্যালোচনা
:: ড. সমাপ্তি গরাই.....৩২
৬.পুরুলিয়ার ধর্মীয় লোকগান : বিন্যাস ও স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণ
:: ড. অভিজিৎ সরকার.....৪১
৭.নির্বাচিত বাংলা কবিতায় বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক
পরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
:: ড. প্রিয়ব্রত নাথ.....৫২
৮.বনফুলের 'গণেশ জননী' : অপত্য স্নেহের অপরূপ রূপ
:: ড. সুশান্তকুমার দোলই.....৬১
৯.ভারতের জাতীয়তাবাদী আদিকল্প: রাষ্ট্র-নাগরিক সম্পর্ক
:: ড. বিশ্বনাথ সরকার.....৬৬
১০.রামায়ণে জীবমুক্তি উপায়গুলির বিশ্লেষণ
:: ড. তানিয়া সিকদার.....৭৪
১১.মহামারি প্লেগ : বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে
:: ড. মিঠু দেব.....৮৩
১২.'কেবল আমায় ভালবাসতে দিলি না রে' :
কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কাব্যে প্রেম
:: ড.পিনাকী দাস.....৯৪
১৩.রাষ্ট্র ও সার্বভৌমিকতা প্রশ্নে মুঘল সম্রাটদের মতাদর্শ
:: ড. কুতুবউদ্দিন বিশ্বাস.....১০৩

‘কেবল আমায় ভালবাসতে দিলি না রে’:কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কাব্যে প্রেম

ড.পিনাকী দাস

জীবন ও সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয় হল প্রেম। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে প্রেম আছে, থাকবে। প্রেমের তীব্র আবেগ কখনো নিষ্প্রভ হয় না। জীবনের ঐশ্বর্য প্রেম, মানব-মানবীকে আশ্রয় করেই যা পল্লবিত হয়ে ওঠে। তফাৎ এতটুকুই কারো প্রেমভাবনা দেহবাদী, কারো দেহাত্মবাদী। প্রেমের মধ্যে দেহের স্বীকৃতি কিংবা যৌনতার আধিক্য সুদূর অতীতের সঙ্গেও আমাদের গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। আমরা দেখি যে, বৈষ্ণব কবিতার সুললিত পদাবলি—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।

থেকে আধুনিক কবির উচ্চারণ ‘কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরো থরো’ কিংবা ‘পৃথিবীতে আমরণ প্রেম আর শয়ন ঘর ছাড়া কিছু নেই’ যেখানে সেই প্রেমেরই জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু দেহবাদী ভাবনাই হোক আর দেহাতীত ভাবনাই হোক না কেন, দুটির উপলব্ধিই তো মনে, অনুভবের রাজ্যে যার চলাফেরা— তাই কেউ, ‘রূপের পূজারী’ আর কেউ রূপসাগরে ডুব দিয়ে অরূপ রতনের অন্বেষণে ব্রতী হন। প্রকৃতপক্ষে, এই বিশ্বভুবনের অগণিত বস্তুপুঞ্জ আপাত বিচ্ছিন্ন বা সংযোগহীন প্রত্যক্ষতার মধ্যে কবি যোগসূত্র আবিষ্কার করেন, প্রতিস্থাপন করেন একটি ইঙ্গিতময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-চেতনাকে। কবি এই অপরূপতাকে অঙ্কন করেন তাঁর কল্পনা দিয়ে। আমরা জানি, কবি-কল্পনা প্রধানত রোমান্টিক মনের ধর্মজাত।

আধুনিকতার সূচনালগ্নেই অর্থাৎ পশ্চিমের হাওয়া এসে যখন আমাদের তনু-মনকে দিল দুলিয়ে, তখন থেকেই আমরা পাশ্চাত্যের রোমান্টিক কবিকূলের সঙ্গে পরিচিত হই। ধীরে ধীরে ধ্রুপদী বিন্যাসের প্রতিস্পর্ধী ধারা হিসেবে কিংবা বলা ভাল বিপরীত প্রবাহকে রোমান্টিক ভাবধারার সংজ্ঞায় স্থাপন করে তা অনায়াসেই গ্রহণ করে নিলাম। এখানে রোমান্টিকতা বা রোমান্টিসিজমের কূট তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে সহজ এক সিদ্ধান্তে এসে বলতে পারি, কবি মাত্রেই রোমান্টিক। সমালোচকের ভাষায়— “... খালি পেটে যেমন ধর্মচর্চা হয় না, তেমনি কাব্যচর্চাও হয় না। তবু মানুষ কলে গড়া নয়। ক্ষুধা, অভাব, ব্যাধি, শোক নিয়েও বাঁচার জন্য, স্বপ্নের জন্য

মানুষ ব্যাকুল হয়। তাই যে রাত্রি অগ্নিক্ষরা, তা-ই চাঁদের আলোয় মধুক্ষরা মনে হয়।"[১]

সময় প্রবাহে ভাসমান সাধারণ মানুষ মনের মণিকোঠায় এক-টুকরো রঙিন স্বপ্নকে লালন করে বাঁচার সংগ্রামকে সহজ করে নিতে চায়। এত যন্ত্রণার মধ্যেও যারা কোকিলের গান শুনে চোখ বুজে নেন, শরতের শিউলি-ঝরা কাশবন থেকে নীল আকাশে স্বপ্নের ভেলা ভাসান, বসন্তের শিমূল-পলাশের রক্তিমতায় কল্পনার জাল বুনেন— তারা এই ধুলিধূসর পৃথিবীতে ভালোওবাসেন। কারণ ভালোবাসার বোধ ঘাসের মত, মরেও মরে না, শুধু তার রঙ বদলায়। শত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও মানব হৃদয় অমলিন প্রেমের কামনা করে, ভালোবাসে।

এই ভালোবাসা, প্রেমিক কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কাব্য সরোবরের শোভা হয়ে আছে। এই 'তৃতীয় ভুবন' এর প্রেমসচেতন কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর প্রেমের আবেদন একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। তাঁর কাব্যে প্রেম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অনুরাগের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। তা মুক্ত; যেখানে প্রকৃতি, নির্জনতা, মৃত্যুবোধ মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। লক্ষণীয় যে, আধুনিক কবিদের কাছে ক্ষণিক জীবনে চিরন্তন প্রেমের কোনো মূল্য নেই। শরীরকে অস্বীকার করা আধুনিক কবিদের পক্ষে অসম্ভব, তাঁদের প্রেম দেহাশ্রয়ী। প্রেমের শাশ্বত তত্ত্ব আধুনিক কবিতায় প্রায় নেই। আমরা দেখি যে— "বাংলা ভাষায় প্রেম অর্থে দুটো শব্দের চল আছে, ভালোলাগা আর ভালোবাসা। এই দু'টো শব্দে আছে প্রেম সমুদ্রের দুই উল্টো পারের ঠিকানা। যেখানে ভালোলাগা সেখানে ভালো আমাকে লাগে; যেখানে ভালোবাসা সেখানে ভালো অন্যকে বাসি। আবেগের মুখটা যখন নিজের দিকে তখন ভালোলাগা, যখন অন্যের দিকে তখন ভালোবাসা। ভালোলাগায় ভোগের তৃপ্তি, ভালোবাসায় ত্যাগের সাধন।"[২]

আধুনিক কবিদের কাছে প্রেমের পূর্ণতা ভোগলাগায়, যেখানে ভোগের তৃপ্তি আছে। দৈহিক কামজ প্রেমের উদ্দীপনায় তাদের আত্মিক তৃপ্তি পরিলক্ষিত হয়। প্রেম সুধীন্দ্রনাথের কাছে 'অসংগত চিরপ্রেম'; জীবনানন্দের কাছে প্রেম 'শ্রেয়-তর বেলাভূমি' তাই তিনি বলেছেন— 'একদিন একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা' কিংবা 'তুমি শুধু একদিন এক রজনীর'। তেমনি কবি শক্তিপদও লিখেছেন— 'ভালোবাসা ফাসা কিছু নয়— শুধু তোমার শরীরটা উপভোগ করতে দাও'। তাঁর নারী আপাদমস্তক এক সম্পূর্ণ নিটোল কামিনী। সেই কামিনীর পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

বুকে সেফটিপিন গেঁথে যৌবন শাসনে রাখ তুমি
আসলে শাসন নয়, শাসনের ছদ্মবেশে বিন্যাস
আপাদমস্তক বিন্যস্ত না থাকলে রমণী হয় না। ....
পা থেকে মাথা পর্যন্ত তুমি এক সম্পূর্ণ নিটোল কামিনী
আসলে কামিনী বলেই তুমি কমনীয়, এত উদ্দীপক
(নারী বিষয়ক : ১; এই পথে অন্তরা)

এই কামিনীর চুলের মদির গন্ধ, শাড়ির খসখস, চুড়ির ঠিন ঠিন রাতের অন্ধকারে খলবল করে উঠে কবির রক্তে। কবি এখানে নারীকে যে সজ্ঞায় চিত্রিত করেছেন, সে সাজে রয়েছে শুধু দৈহিক কামনা-বাসনার মন্ত্রমুগ্ধতা। তাই ভোগ-সর্বস্ব প্রেমে কবি বুঁদ হয়ে প্রার্থী হয়েছেন দেহসুধার। তবুও রমণীর উপমা দিতে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন রমণীরই। আসলে পুরুষের হৃদয়ে নারী অনন্যা রূপে বিরাজমান। সেখানে শরীর ও অ-শরীর দু'টোই সুরভিত হয়ে আছে। "পুরুষ যতই পণ্ডিত, গবেষক, নীতিবাগীশ, বৈজ্ঞানিক ধর্মপ্রচারক অথবা চারণ হোক না কেন, তাদের কাঁধের ফেস্টুনেই লেখা আছে পৃথিবীর অশ্লীলতম অক্ষর।"[৩] পুরুষের এই মনোভাবেরই প্রকাশ শক্তিপদর 'নারী বিষয়ক : ২' কবিতায়—

বাংলা ভাষার পণ্ডিতকুলের নিকট আমার জোড় হাত নিবেদন
আমাকে একটি শব্দ উপহার দিন
যা দিয়ে আমি নারীকে বোঝাতে পারি
(নারী বিষয়ক : ২; এই পথে অন্তরা)

আবার কবিই নারীর সংজ্ঞায় বলেছেন—

নারী মানে নগ্ন, শূন্য, সুন্দর
নারী মানে আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা, শুদ্ধি
অনিদ্রা উৎপত্তি ও সংগম। (ঐ)

'এই পথে অন্তরা'র কবিতা দুটি কবি-চেতনার বাস্তব-চিত্র। তাই কবি কখনো দেহসুধায় মাতোয়ারা হয়েছেন আবার কখনো মন-সুধায় বিভোর হয়েছেন। বিশিষ্ট সমালোচক অর্ণব সেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন— " 'এই পথে অন্তরা' কাব্যে সময়-সচেতনতা আছে, আছে অতীতচারী নস্ট্যালজিয়া, আবার নারী ও প্রেমের তীব্র অনুভূতির অভিব্যক্তি কবিতাকে অন্য মাত্রা দেয়। নারী তাঁর কাছে রোমান্টিকতার আধার মাত্র নয়, তাকে নিয়ে কবির নানা ব্যঙ্গের অভিব্যক্তি, নানা বক্তব্য। নানা দার্শনিকতার জাল বিস্তার, যৌনতাও থাকে। 'নারী বিষয়ক : ১' এবং 'নারী বিষয়ক : ২' কবিতা দুটি রোমান্টিকতাকে ছিন্নভিন্ন করে ব্যঙ্গ আর বাস্তবতা দিয়ে নারীকে দেখিয়েছেন কবি। সেই নারী শরীরিণীই, মায়াবিনী নয়।"[৪]

শরীরিণী সুতনুযুক্ত সে নারী কবির কাছে সুন্দর, আর সুন্দর বলেই তা সত্য। ইংরেজ কবি Keats বলেছেন— Truth is Beauty, Beauty is Truth. দেহজ হলেও এ প্রেম সত্য, সুন্দর। দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়ে এ প্রেম পূর্ণতা লাভ করে, কেননা কামনার পাঁকেই তো প্রেমের পদ্ম ফোঁটে। তাই শক্তিপদর নারী 'কামিনী'ই, কামনা চরিতার্থ করার সামগ্রী। কিন্তু নারীকে শুধুমাত্র শরীরী করে প্রত্যক্ষ করার মধ্যেও কবির অনুশোচনা কাজ করেছে। অর্থাৎ শুধু দেহ নয়, একে ছাড়িয়ে গিয়ে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অভীপ্সা ছিল তাঁর। তা নইলে এত অকপট ভাষ্য রচনা সম্ভব হত না—

হৃদয়ের ভারে উন্মনা হল হাওয়া
বাতাসে বাতাসে মেঘেরা হয়েছে ভারী
কতোদিন হলো তোমার চোখের দিকে
তাকাতে পারিনি, নষ্ট হয়েছি নারী।

(জল পড়ে পাতা নড়ে; অনন্ত ভাসানে)

সংস্কার থেকেই হয়তো কবি এমন পংক্তি রচনা করেছেন, আসলে 'ভালোলাগা' নয় 'ভালোবাসা'ই তাঁর অবচেতন মন-মন্দিরে বিরাজ করছে। তাই কবি-হৃদয়ে ভোগের পরিবর্তে জাগে শাশ্বত প্রেমের গান, কবি 'আত্মভুক' হয়ে থাকেন ভালোবাসার জন্য—

আজ কতদিন হলো তোমাকে দেখি না ভালোবাসা
সুখে-দুঃখে আমি আত্মভুক্ত।

(আমি আত্মভুক্ত; অনন্ত ভাসানে)

কবি শক্তিপদর মনোজগতে ধ্যানগম্ভীর হয়ে আছে প্রেমিক সত্তা। দেহকে আশ্রয় করে তাঁর কবিতার শরীর গঠিত হলেও সে শরীরের আত্মায় শাশ্বত প্রেম জাগ্রত হয়ে আছে। সে কারণেই যৌন সংসর্গে কবির বিবেকে কড়া নাড়ে বৈরাগ্যবোধ—

উদোম গায়ে যখন আমি খোলা বুকের আদর কাড়ি
উল্টে আসে সেই বৈরাগ্য।

(তোমায় আমি এই মুহূর্তে; অনন্ত ভাসানে)

আজকের ভালোবাসার মধ্যে কোন আন্তরিকতা নেই, নেই আত্মসমর্পণ। বিশ্বাস, প্রত্যয়, প্রতীক্ষা আজ আর নেই। আজকের ভালোবাসা 'জ্বালায় এবং আপনি জ্বলে'। তবু প্রেমবিহীন জীবন কবির কাম্য নয় বলেই প্রেম হারালে তিনি নীরব থাকবেন না—

যখন হারাবে হারানোর চেয়ে বেশী
শোক দিয়ে আমি ঢাকবো তোমার মুখ।

(সহজ কঠিন; কাঠের নৌকা)

হারানোর যন্ত্রণা বড় হৃদয় বিদারক, তা কবি জানেন। কিন্তু তবুও কবি ভালোবাসার কাঙাল, তাই বলেন—

আমার কাঙাল মুখ শুধু ভালোবাসা দিয়ে ঢাকো।

(যা লিখি সহজে লিখি; দ্বন্দ্ব অহর্নিশ)

যথার্থ অর্থেই শক্তিপদ প্রেমের পূজারী। তিনি যে ভালোবাসাকে সংগোপনে হৃদয়ে লালন করে চলেছেন, তাঁর প্রেম চেতনা যে দৈহিক উন্মাদনাকে ছাপিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তপস্যার আত্মমগ্নতায়— এর উত্তর পাই 'সময় শরীর হৃদয়'এর কবিতাগুলির উপর চোখ রাখলে। শক্তিপদর এই কাব্যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়— "এক, বাকসিদ্ধ প্রকরণ বৈচিত্র্য - দুই, কবিতার বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় কৌতুকপ্রিয়তা ও কটাক্ষের

অম্লমধুর আমেজে কবি ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচন। এই দুটি বৈশিষ্ট্যই হালের কবিতার একমুখী ও নির্বিচার আত্মজৈবনিক বিষাদময়তার পক্ষে— কিছুটা ভিন্নতর কাব্যপরিবেশের সন্ধান দেয়। .... আপাত অম্লমধুর রসের আড়কে তাঁর কবিতার লঘুতর অভিভাষণ উপেক্ষা করা গেলে অন্যত্র তাঁর কবিতা প্রায়শই হয়ে ওঠে গভীরতম বোধ ও বীক্ষণেরই অভিজ্ঞান।"[৫]

এই 'গভীরতম বোধ ও বীক্ষণের অভিজ্ঞান' মূর্ত হয়ে রয়েছে শক্তিপদর প্রেমচেতনায়। 'সময় শরীর হৃদয়' এর নাম কবিতায় কবির ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসার সুবাস ছড়িয়ে আছে। প্রেমের রন্ধ্রে প্রকাশ পেয়েছে একালের বিপন্ন সময় চেতনা—

ভুলতে পারি হৃদয় তোকে
ভাঙতে পারি তোকে
দারুণ দাহ হৃদয় পোড়ে
গভীরতম শোকে ....
সময় থেকে সময় ঝরে
সময় হয় বড়ো
হৃদয় জুড়ে স্পর্শকাতর
শরীর জরো জরো।

(সময় শরীর হৃদয়; সময় শরীর হৃদয়)

কখনো পড়শী ঘরের 'অ-ফোট ভালোবাসা'র আপনত্ব আবার কখনো সাতাশ বছর আগের কোন্ সোহাগীর ডাক দেওয়া অমল অনুরাগ— এভাবেই কবি ব্যক্ত করেন তাঁর প্রেমের উপাখ্যান। শক্তিপদ নিজেকে ভালোবাসায় আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিলেন বলেই যখন তাঁর দুঃখের জন্য কেউ কাতর হতে শিখল না, তখন একবুক অভিমান নিয়ে তিনি বলেন—

তুমি ফিরে যাও নারী, এখন আমার
দুঃখিত হওয়ার মতো ভালোবাসা অবশিষ্ট নেই।

(সাম্প্রতিক পদাবলী; সময় শরীর হৃদয়)

শক্তিপদর কবিতায় যারা কামজ-উদ্দীপনা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পান না, তাদের সে ভ্রান্ত ধারণা 'মৃত্যুঞ্জয় তোমার শরীর' কবিতাটি পড়লে বদলে যায়। শক্তিপদর প্রেম যৌনতাগন্ধী, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এর অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক গভীর কৌতুকবোধ, যা সংকেতে বুঝিয়ে দেয় যে তাঁর প্রেম শাশ্বত মহিমায় অধিষ্ঠিত। শক্তিপদের 'মৃত্যুঞ্জয় তোমার শরীর' কবিতায় নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে, ব্যক্ত হয়েছে মানবের তরে এক মানবীর কথা। জীবনানন্দ যেমন বলেছেন— 'অন্তরঙ্গ করে নিয়ে বানায়েছ নিজের শরীর' কিংবা 'তোমার সৌন্দর্য নারী অতীতের দানের মতন' তেমনি শক্তিপদর কাছে পার্থিব জগতে দৈহিক প্রেম এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা স্বরূপ। নারীকে তিনি বলেছেন—

প্রজ্ঞাতীত ভালবাসা, ভোগৈশ্বর্যে তুমি এলে নারী
তুমি তুচ্ছ করে দিলে শংকর ভাষ্যের শতটীকা
আসঙ্গে, সম্ভোগে তুমি অন্তরঙ্গ উজ্জ্বল বর্তিকা
জ্বেলে গেলে কেউ বলে নরকের দ্বারের প্রহরী।
জ্ঞানমার্গে জীব শুধু পদ্মপত্রে থরো থরো নীর
অন্ধকারে স্থির জ্বলে মৃত্যুঞ্জয় তোমার শরীর।

(মৃত্যুঞ্জয় তোমার শরীর; সময় শরীর হৃদয়)

শক্তিপদর কবিতায় শরীর আছে, শরীর উত্তরণের স্বপ্নও আছে। তাঁর প্রেম দেহনির্ভর হলেও জৈব কামনা-বাসনার ঊর্ধে। "এ প্রেম চেতনা দিয়ে অনুভব করার বস্তু ততটা নয়, যতটা অবচেতন দিয়ে উপলব্ধি করবার, ইন্দ্রিয় এখানে আত্মাকে উন্মুক্ত করবার রন্ধ্র পথ মাত্র।"[৬] দেহাশ্রয়ী প্রেমের নাগপাশে শক্তিপদর আত্মিক প্রেমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ মানুষ বড়ই স্পর্শকাতর, মানব-মন জটিল হলেও প্রকৃত ভালোবাসার স্পর্শে সজীব হয়ে উঠতে চায়, কিন্তু তা না পেলে জেগে ওঠে বিষাদবোধ, যে বোধ জেগে উঠেছিল কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হৃদয়ে। তেত্রিশ বছর কবি একবুক আশা নিয়ে বসেছিলেন, তাঁর আশাভঙ্গ হলে নিদারুণ তিক্ত বিষাদের অতলে ডুবে যেতে যেতে তাঁর ক্ষোভ আছড়ে পড়ল এভাবে—

ভালবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে কোনও নারী
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখে না!

(কেউ কথা রাখেনি; শ্রেষ্ঠ কবিতা)

বরুণার ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষায় সুনীল বরুণাময় কিন্তু সে কথা দিয়েও কথা রাখেনি। অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথের প্রেম প্রত্যাখ্যানে আরো কান্তিময়ী রঙে রাঙা হয়ে যায়, প্রেমের অপর নাম ত্যাগ, তাই তাঁর উচ্চারণ—

সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না।

(শাশ্বতী)

তেমনি শক্তিপদর কবিতায়ও প্রেমের আকুতি স্পষ্ট। তাঁর 'ভালবাসতে দিলি না রে' কবিতায় জৈব প্রেমের প্রতি সুতীব্র অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন আত্মিক প্রেমের; তাঁর একমাত্র চাওয়া নিরাসক্ত প্রেম। তাই তাঁর সখেদ কৌতুক প্রকাশ পায় এই কবিতায়—

কতই দিলি, কেবল আমায় ভালবাসতে দিলি না রে ....

সন্ধ্যে অব্দি সঙ্গ দিলি টুকরো কথার হাজার মালা
ছড়িয়ে গেলি তেপান্তরে শুকনো ঘাসে বাসি বকুল
দু'পায়ে তুই মাড়িয়ে গেলি, মাড়িয়ে গেলি হৃদয়হীনা
ঊর্ধবাহু ভালবাসার একটু মেঘের জল দিলি না ....
(ভালবাসতে দিলি না রে; সময় শরীর হৃদয়)

শাশ্বত প্রেম অনন্তকে স্পর্শ করে বলেই কবি ব্যাকুল হয়ে সেই শাশ্বতীর অন্বেষণে মগ্ন হন—

কে তুমি নীরবে রচো ফুল-কুড়ি পত্রের বাসর
বহতা বিলাসে রম্য রচনা বনেদী ইচ্ছার মায়াকাঠে
চারুশিল্প কুঁদে রেখে, রিনিঠিনি, হৃদয়ে প্রহর
যাপনে সহস্র শোভা ভরে ওঠে বিবেক স্বরাটে।
(প্রেম; সময় শরীর হৃদয়)

কিংবা,

কে তুমি? উত্তর নেই। শব্দ ছুঁড়ি তোমার উদ্দেশ্যে ....
কী তোমার, কী তোমার নাম?
(শূন্যতায় যে বিষম ফাঁকি; ঐ)

কিন্তু যেখান থেকে কবির প্রজ্ঞায় জন্ম নেয় এই প্রশ্ন 'কে তুমি?' তার উত্তরও সেখানে পাওয়া যায়। কবি তো পদাতিক নন, তাই যত দূরেই যান না কেন, এই 'তুমি' কবির সঙ্গেই থাকে— কারণ এই 'তুমি'র বাস তো কবির অন্তরে। সমালোচক হীরেন চট্টোপাধ্যায় শক্তিপদর 'তুমি' সম্পর্কে বলেছেন— "এ 'তুমি' নিছক সর্বনাম নয়, সর্বনামের ঊর্ধ্বে, এমন কী বিশেষ নামকেও অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে আছে এমন এক বোধের উজ্জ্বলতায়, যার স্পর্শকে নন্দিত করতে পারেন এমন কী কবি-সার্বভৌমও এই বলে, "তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি।"[৭] এই 'তুমি' পবিত্রতায় স্নিগ্ধতায় কবির কাছে অক্ষর, ভাস্বর। সমর্পিত হৃদয়ে শক্তিপদ তাই বলেন—

তুমি আমার শূন্য বুকে নৃত্যময়ী
তুমি আমার অচল সিকি
ঠাকুর ঘরের ভোগের থালা তুমি আমার ঘণ্টাধ্বনি
ছাড়পোকাসার নেড়া তোষক বগল ছেঁড়া গায়ের জামা
তুমি আমার মরণ কালে গীতার মত শিয়রশায়ী।
তুমি আমার ঘুম-ভাঙা-ভোর বাউল কণ্ঠে 'রাইজাগো' গান
তুমি আমার খয়রাতী দান রেশন-চালের পাথরকুচি
দূর বিদেশে তুমি আমার খাল পেরোতে ভাঙা সাঁকো
তুমি আমার ঘুষঘুষে জ্বর নতুন জুতোর দুঃখ ও সুখ
ওপরঅলার খুশি মেজাজ তুমি আমার তুমি আমার।

(তুমি আমার; সময় শরীর হৃদয়)

কবির 'তুমি'র এই অপূর্ব ব্যঞ্জনা আমাদের অভিভূত করে। নারীর এমন আটপৌরে বর্ণনা, জীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গে নারীকে দেখার এই প্রয়াস শক্তিপদর রোমান্টিক মেজাজের পরিচয়বাহী।

প্রেমে-অপ্রেমে শক্তিপদর কাব্যবিশ্ব সদা জাগ্রত। যে কবির কাব্যে শরীরী প্রেমের উত্তাপই বেশি পাই, তাঁকেই বলতে দেখি— 'মনেও রাখোনা, তবু তোমাকেই শিরোধার্য করি'। তিনি তাঁর কবিতাকে 'তুমিহীন' করে সাজাতে চান কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বারে বারে তার কাছেই ফিরে যান। জীবনানন্দ দাশ যেমন বলেছেন—

তুমি তো জানো না কিছু— না জানিলে
আমার সকল গান তবুও তোমায় লক্ষ্য করে;

বুদ্ধদেব বসুর কণ্ঠেও পাই এই ব্যাকুল সমর্পণ—

তবু যে জাগিছে আজি সঙ্গীত তরঙ্গ-ভঙ্গ হৃদয়ের হিম সরোবরে
সে শুধু তোমারই লাগি।

কবি শক্তিপদর কণ্ঠেও যে প্রেমের রাগ শুনি তার আবেদন দৈহিক হলেও নিবেদন হৃদয়ের। তাঁর কবিতায় শাশ্বত প্রেমের স্নিগ্ধতায় ঢাকা পড়ে যায় রক্তিম কামনার রং। আর এই স্নিগ্ধতায় সজীব হয়ে উঠে কবির প্রেমচেতনা—

তুমি তো সমস্ত পারো, লহমায় সব দোষ ক্ষমা করে দাও
তুমি ভালোবাসো বলে মেঘে জল, তোমারি ইচ্ছায়
সমস্ত নাস্তিক শক্তি ঈশ্বরের দিকে ছুটে যায়
এখন মৃত্যুর দিকে ঘন হয়ে আসা
একটু উদ্বৃত্ত আয়ু ছলাচ্ছল
এখন তোমার দিকে পরিপূর্ণ বৃত ভালবাসা
কম্বল সম্বল।

(তুমি তো সমস্ত পারো; এই পথে অন্তরা)

জীবনের সত্যকে কবি স্পষ্ট আলোয় দেখেছেন, যে আলোর নাম প্রেম, দেহসর্বস্ব প্রেম তো সাময়িক, তাই শেষ পর্যন্ত কবি রূপাতীত, দেহাতীত শাশ্বত প্রেমের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন। শুধু শক্তিপদ কেন, বৈষ্ণব কবিকেও 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' পরে বলতে হয়েছে 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে'। অযোজন কামনার অতলে তলিয়ে যেতে যেতে বিষ্ণু দে'র মুখেও শুনি প্রেমের জন্য করুণ রক্তিম আর্তি 'হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ভরো' আর চিরন্তনীকে ভালোবেসে জীবনানন্দের কাছে তো 'নিখিলা বিষ'ও অমৃত হয়ে যায়—

মানবকে নয়, নারী, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কিরকম মধুর হতে পারে
(তোমাকে, বেলা অবেলা কালবেলা)

শক্তিপদর অন্তর্লোকও শরীরী প্রেমকে ছাপিয়ে আত্মিক প্রেমের স্রোতে ভেসে গেছে। তাঁর চিত্তলোকে ভালোবাসার অমৃত ধারা নব নব রূপে বিকশিত হয়েছে বলেই অনুভবের অতল গর্ভ থেকে জেগে উঠেছে—

ভালোবাসা চলে গেলে
জাগে না বুকের মধ্যে গান
শুধু কোলাহল, শুধু বিপন্ন শ্লোগান।

(ভালোবাসা চলে গেলে, দ্বন্দ্ব অহর্নিশ)

পার্থিব জগতে জীবন ও মৃত্যু যেমন সত্য, প্রেমও তেমনি সত্য এবং কাম্য। কাজেই, বাস্তব জীবনের সীমানায় শরীরী প্রেমকে নয়, অসীম ভালোবাসাকেই ভালোবেসেছেন কবি।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, তরুণ : 'রোমান্টিক : অ-অপরাহত হৃদয়গাথা', একালের কবিতা : পাঠকের দর্পণে, পৃষ্ঠা- ১২৬।
২. 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী'।
৩. দেশমুখ্য, পৃথ্বীশ : 'প্রেম', শক্তিপদ পরিক্রমা, পৃষ্ঠা- ৩৬।
৪. চট্টোপাধ্যায়, সমীর : 'আধুনিকতা এবং শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতা', শক্তিপদ ব্রহ্মচারী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সৃষ্টির অভিমুখ, পৃষ্ঠা- ২২।
৫. রক্ষিত, বীরেন্দ্রনাথ : 'আসামের দু'জন বাঙালি কবি', সাহিত্য, ৮ম সংকলন, পৃষ্ঠা- ৪৯।
৬. বসু, বুদ্ধদেব : 'রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা'।
৭. চট্টোপাধ্যায়, সমীর : 'নখাগ্রে তোমাকে দেখে : শক্তিপদ ব্রহ্মচারী', শক্তিপদ ব্রহ্মচারী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সৃষ্টির অভিমুখ, পৃষ্ঠা- ২৯।